দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

222

ক্যাম্পাসে জামায়াত শিবিরের ঠাঁই নাই

— ৫ ছাত্র সংগঠন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) ৫টি ছাত্র সংগঠন যৌথ সভায় ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরকে স্থান না দেও-

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

জামায়াত

(১ম পৃঃ পর)

হইতে বহিষ্কার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক আহূত বৈঠকে তাঁহার উপস্থিতিতে মওলানা নিজামীর উপর এই ন্যক্কারজনক হামলা ও 'হত্যা প্রচেষ্টাকালে' ভাইস-চ্যান্সেলরের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। চারপাশে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতি সত্ত্বেও নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না করিয়াই তিনি সন্ত্রাসজনিত উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও হামলা ঠেকাইবার বা পুলিশ ডাকার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

বিবৃতিতে অবিলম্বে ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবী করিয়া বলা হয়, পুলিশের সম্মুখে সংঘটিত এই হামলার হামলাকারীদের ভাইস চ্যান্সেলর চিনেন। অবিলম্বে তাহারা ধরা না পড়িলে আইনের শাসনের কথা বলার অধিকার সরকারের থাকে না। বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার এই সন্ত্রাসী চক্রকে এতদিন জিয়াইয়া রাখিয়াছে এবং সরকারও এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করিতেছে না।

সমাবেশ

গতকাল (সোমবার) ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়া আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আহূত রাজনৈতিক নেতাদের বৈঠক চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর মহাসচিব ও সংসদীয় দলের নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর একদল ছাত্রের হামলার প্রতিবাদে গতকাল বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে ঢাকা মহানগরী জামায়াত আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তাগণ বলিয়াছেন, সন্ত্রাস দমনের নামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠকে এই সুপরিকল্পিত ও কাপুরুষোচিত হামলা গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত। তাঁহারা হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ভিসির পদত্যাগ দাবী করেন।

মহানগরী জামায়াতের আমীর আবদুল কাদের মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দলের সহকারী মহাসচিব অধ্যাপক ইউসুফ আলী, কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও মহানগরী শাখার সম্পাদক এটিএম আজহারুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী মাওলানা নিজামীর উপর হামলার নিন্দা জানাইয়া বলেন, সন্ত্রাস দমনের নামে এইভাবে সভা ডাকিয়া গণতন্ত্রকামী একটি দলের নেতার উপর হামলা দেশে নূতনভাবে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস সূচনা ইঙ্গিত দিতেছে। তিনি হামলা চলাকালে পুলিশের নীরব ভূমিকার সমালোচনা করেন।

আবদুল কাদের মোল্লা আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তির অপসারণ দাবী করিয়া বলেন, পুলিশের ঐ দায়িত্বশীল ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের মদদ দেওয়ার অভিযোগ রহিয়াছে। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

ঘটনার প্রতিবাদে আজ (মঙ্গলবার) দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হইবে। কর্মসূচীর অংশ হিসাবে আজ বিকাল ৫টায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্র ও সন্ত্রাস মুক্ত করার আহ্বান

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সভাপতি মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম ও মহাসচিব আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদ উল্লাহ এক বিবৃতিতে ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন। ছাত্র নেতৃদ্বয় এই ঘটনার জন্য দোষী সন্ত্রাসী চক্রকে চিহ্নিত করিয়া অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কারের দাবী জানান।